দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 17 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

এক দশক পার হলেও মানের উন্নয়ন হয়নি

জবি প্রতিনিধি ●

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এক দশক পার করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি)। ব্রাহ্ম স্কুল (১৮৫৮) থেকে জগন্নাথ স্কুল (১৮৭২), তারপর জগন্নাথ কলেজ (১৮৮৪) এবং সর্বশেষ ২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ; ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলেও মানের ক্ষেত্রে তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৩ হাজার; যা কিনা দেশের তৃতীয় বৃহত্তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এক দশক আগে স্বীকৃতি পেলেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা।

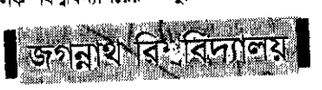

বিগত ১০ বছরে প্রশাসনের আশ্বাসের ফুলঝুরি আর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার স্বপ্ন দেখানো হলেও শিক্ষার্থীদের ভাগ্যে এর কোনোটাই জোটেনি। কলেজ আমলের পুরনো ভবনগুলোতেই ঝুঁকি নিয়ে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষা। ভবনগুলো অনেক পুরনো হওয়ায় ছাদে ও দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবন-২, পুরনো কলা ভবন এবং বিজ্ঞান অনুষদের চারটি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে অনেক আগেই। ভবনগুলোর ছাদে অসংখ্য ফাটল রয়েছে। বৃষ্টি হলেই এসব ফাটল দিয়ে শ্রেণিকক্ষে পানি চুইয়ে পড়ে।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবনটি ২০০৭ সালে নির্মাণ করা হলেও ওই ভবনেরও বেশ কয়েকটি স্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। এসব নিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে। এর জন্য উন্নয়নের নামে বাণিজ্যকে দায়ী করছেন শিক্ষার্থীরা।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর ২০ তলাবিশিষ্ট নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণে ৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয় সরকার। ওই বছর প্রথম দফায় ভবনটির ৭ তলা পর্যন্ত নির্মাণের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। সর্বশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২০১১ সালের ১ জুলাই ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে ওই প্রকল্পের মেয়াদ তিনবার বৃদ্ধি করা হয়। দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ বছরে এসব জটিলতা কাটিয়ে উন্নয়ন কাজ শুরু করে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর। প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাবাজার সরকারি বালিকা বিদ্যালয়স্থ জবির খোলা জমিতে ২০ তলাবিশিষ্ট ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রী হল ও ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন একাডেমিক ভবনের সপ্তম তলা থেকে ১৬ তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ। কিন্তু ভবনের ভিত্তি দুর্বল হওয়ায় সপ্তম তলা থেকে ১৩ তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর। এখনো ধীরগতিতে চলছে সেই ভবনের কাজ। এদিকে অবকাঠামোগত উন্নয়ন না হওয়ায় বিভিন্ন বিভাগে শ্রেণিকক্ষের তীব্র সংকট চলছে। এক ব্যাচ ক্লাস করলে অন্য ব্যাচকে ক্লাসের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আবার এমন কিছু শ্রেণিকক্ষ রয়েছে, যেখানে এক ব্যাচের বসার জায়গা হয় না। আবার কোনো বিভাগের পরীক্ষা থাকলে অন্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্লাস করতে পারেন না। এতে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি ও সেশনজট দুটোই বাড়ছে।

জবি প্রশাসন থেকে আগের এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

// এক দশক পার হলেও মানের উন্নয়ন হয়নি //

(৩ এর পৃষ্ঠার পর)

তুলনায় সেশনজট কমেছে দাবি করা হলেও, পরিসংখ্যান বিভাগে এখনো ৭ বছরে শেষ হয় না ৪ বছরের অনার্স কোর্স। আবার এই অবকাঠামোর মধ্যেই ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন স্টাডিজ, শিক্ষা ও গবেষণা, ল্যান্ড ল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, বায়োকেমেস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজিসহ কয়েকটি বিভাগ চালু করা হয়েছে। এতে ক্লাস সংকট আরও বাড়বে।

অন্যদিকে ছাত্রীদের জন্য নেই বিভাগীয় কমনরুম। ছাত্রীদের কমনরুমের জন্য একবার টেন্ডার হয়েও ছিল। অভিযোগ রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম ও তার অনুসারীরা জোরপূর্বক ওই টেন্ডার ছিনতাই করে। এসব ঘটনায় কমনরুমের বিষয়ে আর কোনো অগ্রগতি হয়নি।

এদিকে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে রয়েছে প্রয়োজনীয় বইয়ের তীব্র সংকট। দৈনন্দিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বই নেই বললেই চলে। বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরিগুলোও তেমন সমৃদ্ধ নয়। লাইব্রেরিতে নেই ফটোকপি করার কোনো ব্যবস্থা। সম্প্রতি রাত ৮টা পর্যন্ত লাইব্রেরি খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে বই সংকট ও ব্যক্তিগত বই নিয়ে প্রবেশের সুযোগ না থাকায় শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরিতে মনোযোগী হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের অভিমত, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে বইয়ের সমৃদ্ধি বাড়ালে এবং ব্যক্তিগত বই পড়ার সুযোগ থাকলে সবাই নিয়মিত লাইব্রেরীমুখী হতো। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিটি ভবনের সপ্তম তলায়। বিকাল ৪টায় লিফট বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের ওপরে-নিচে আসা-যাওয়া করতে ভোগান্তিতে পড়তে হয়। এই ভোগান্তির কারণেও লাইব্রেরিতে আসা বন্ধ করে দিয়েছে অনেক শিক্ষার্থী।

এ বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মীজানুর রহমান বলেন, বিগত সরকারের আমলে অনেক সীমাবদ্ধতা ও সংকট নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো থেকে শুরু করে সার্বিক বিষয়ে উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে, অনেকগুলোর কাজ চলছে। আশা করি, ধীরে হলেও শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যাবে।